পারস্পরিক অধিকার

ইসলামী নির্দেশনা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

Academia Publishing House Ltd.

পারস্পরিক অধিকার
ইসলামি নির্দেশনা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

APL
Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

পারস্পরিক অধিকার: ইসলামি নির্দেশনা
লেখক: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব ©
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩/২৫৪, কাটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২, রজব ১৪৪২

মূল্য
৪৫০.০০ টাকা

Contacts
Academia Publishing House Limited (APL)
Concord Emporium Shopping Complex
253/254, Kataban, Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh
Cell: 0183 296 9 280, ■ 01923 489 165
E-mail: aploutlet01@gmail.com ■ aplbooks2017@gmail.com

ISBN
978-984-35-2121-7

সূচি

ভূমিকা xi

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম ও পারস্পরিক অধিকার ১৫
এক. ইসলামের পরিচয় ১৬
ইসলামের আভিধানিক অর্থ ১৬
ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৭
দুই. পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় ২০
তিন. অধিকার (হক)-এর পরিচয় ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলাম ও পরিবার ২৯
পরিবারের সংজ্ঞা ২৯
পরিবার প্রথার সূচনা ৩৩
ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৫
ইসলামে পরিবার গঠন ব্যবস্থা ৩৮
বিয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ৪১

তৃতীয় অধ্যায়
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ৪৭
প্রথম অনুচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় ও হুকুম **৪৮**
বিয়ের হুকুম ৪৯
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের গুরুত্ব ৫০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার ৫২
স্ত্রীকে মাহ্‌র দেয়া ৫২
স্ত্রীকে জীবনযাপনের ব্যয় তথা ভরণপোষণ (নাফাকা) প্রদান করা ৫৪
স্ত্রীর সাথে ভালো ও সদ্ব্যবহার করা ৫৭
স্ত্রীর সাথে রসিকতা, খেলাধুলা করা ৫৮
স্ত্রীর গোপন কথা সংরক্ষণ করা ৬০
স্ত্রীকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ৬২
স্ত্রীকে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া ৬৩
স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করা ৬৫
স্ত্রীকে সংসারের কাজকর্মে সহযোগিতা করা ৬৫
স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া এবং তার অনুভূতির প্রতি সদয় হওয়া ৬৬
চিকিৎসা ও সেবা প্রাপ্তির অধিকার ৬৭

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার ৬৮
স্ত্রীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ৬৮
স্ত্রীকে নিজ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানোর সুযোগ দেয়া ৬৯
স্ত্রীকে প্রহার না করা ৬৯
ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা ৭১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার ৭৪
স্বামীর আনুগত্য করা ও আদেশ পালন করা ৭৫
স্ত্রী নিজের সতীত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা ৭৭
স্বামীর যৌন দাবি পূরণ করা ৭৯
স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা ৮১
স্বামীর গুণের স্বীকৃতি ৮১
আল্লাহর ইবাদত তথা দীন পালনে পারস্পরিক সহযোগিতা ৮২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক অধিকার ৮৪
পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ রাখা ৮৪
স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেয়া ৮৪
পরস্পরকে প্রাধান্য ও ছাড় দেয়ার মানসিকতা রাখা ৮৬
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিনয়ী ও নম্র হওয়া ৮৬
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উপহার প্রদান করা ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার ৮৯
সন্তানের পরিচয় ৮৯
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার ৯০
পুণ্যবতী স্ত্রী ও পুণ্যবান পিতা প্রয়োজন ৯০
সন্তান লাভ ও সন্তানদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা ৯১
সন্তান জন্মের সংবাদ অবহিতকরণ ৯১
সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়া ৯৩
তাহ্নীক করানো ৯৪
সন্তানকে দুধ পান করানো ৯৬
সন্তানের আকীকা করা ৯৯
সন্তানের মাথা মুণ্ডন করা ১০২
সন্তানের সুন্দর ও উত্তম নাম রাখা ১০২
সন্তানের খাতনা করা ১০৪

সন্তানের ভরণ-পোষণ প্রদান করা ১০৬
সন্তানদের শিষ্টাচার ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া ১১০
নামায ও আল-কুরআনের তালীম দেয়া ১১১
সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়া ১১৩
সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন ১১৫
সন্তানের বিয়ে প্রদান করা ১১৮
সকল সন্তানদের মধ্যে সমতা তথা ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করা ১১৮

পঞ্চম অধ্যায়
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অধিকার ১২১
পিতার পরিচয় ১২২
মাতার পরিচয় ১২৩
বিররুল ওয়ালিদাইন অর্থ ১২৪
পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের ধরণ ১২৫
পিতা-মাতার নাফরমানীর কুফল ১৩২
মাতার নাফরমানীর শিক্ষণীয় শাস্তির একটি ঘটনা ১৩৫
বিররুল ওয়ালিদায়ন-এর সুফল ১৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
ভাই-বোনের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ১৪৩
ভাইয়ের পরিচয় ১৪৩
বড় ভাইয়ের দায়িত্ব-কর্তব্য ১৪৪
ক. অভিভাবকের ভূমিকা ১৪৫
খ. শিক্ষা-দীক্ষায় সাহায্য করা ১৪৫
গ. আদর্শস্থানীয় হওয়া ১৪৬
ঘ. ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ১৪৬
ঙ. পড়ালেখার ব্যবস্থা করা ও তাদের জন্য ব্যয় করা ১৪৭
চ. সাহায্য-সহযোগিতা করা ১৪৭
ছ. প্রয়োজন পূরণ করা ১৪৮
জ. অন্যায়-অবিচার না করা ১৪৮
ঝ. ছোট ভাই-বোনদের বিয়ে প্রদান করা ১৪৮
ঞ. ভাইদের পরিত্যাগ না করা ১৪৯
ছোট ভাই-বোনদের অধিকার বা দায়িত্ব কর্তব্য ১৪৯
ক. শ্রদ্ধা ও সম্মান করা ১৪৯

খ. বড়দের আদর্শ কথা মেনে নেয়া ও অনুগত হওয়া ১৫০
গ. অশোভন আচরণ না করা ১৫১
ঘ. আদবের সাথে কথা বলা ১৫১
ঙ. সদ্ব্যবহার করা ১৫১
চ. সুসম্পর্ক বজায় রাখা ১৫২
ছ. কোনো রকম বিরক্ত না করা ১৫২
জ. সেবা-যত্ন করা ১৫২
ঝ. সাহায্য-সহানভূতি প্রদর্শন করা ১৫২
বড়-ছোট সকলের পারস্পরিক সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য ১৫২
ক. পরস্পরকে পরিত্যাগ না করা ১৫২
খ. পরস্পর শত্রুতা অমার্জনীয় অপরাধ ১৫২
গ. গীবত না করা ১৫৩
ঘ. বিপদে খুশি না হওয়া ১৫৩
ঙ. বিপদ বা অকল্যাণ কামনা না করা ১৫৪
বোনদের প্রতি ভাইদের সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য ১৫৪
ক. বিশেষ যত্ন নেয়া ১৫৪
খ. তাদের অধিকার বা হক আদায় করা ১৫৪
ভাইদের প্রতি বোনদের সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য ১৫৫
ক. ভাইদের সম্মান রক্ষা করা ১৫৫
খ. সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা ১৫৫

সপ্তম অধ্যায়
আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ১৫৭
আত্মীয়তার পরিচয় ১৫৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক ১৫৮
আত্মীয়তার সম্পর্কের হুকুম ও স্তর ১৫৯
আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রকারভেদ ১৫৯
আত্মীয়তার সম্মান রক্ষায় উৎসাহ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করায় ভীতি প্রদর্শন ১৬০
আল-কুরআন ১৬০
আল-হাদিস ১৬২
আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ১৬৩
আত্মীয়তার সম্পর্কের সুফল ১৬৪
ক. জান্নাত লাভ ১৬৪
খ. আয়ুষ্কাল, রিজিক ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি ১৬৫
গ. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ১৬৬

ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় মর্যাদা বাড়ায় ১৬৭
ঙ. আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া লাগানো ১৬৭

অষ্টম অধ্যায়
প্রতিবেশীর অধিকার ১৬৯
প্রতিবেশীর সংজ্ঞা ১৭০
প্রতিবেশীর প্রকারভেদ ১৭২
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার ১৭৩
প্রতিবেশীর সাথে ইহসানের উপকারিতা ১৭৭
প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণের পরিণাম ১৭৮
প্রতিবেশীকে উপহার দেয়া ১৭৯
সালাম ও কুশল বিনিময় করা ১৮০
মৃত্যু হলে জানাযায় যোগদান করা ১৮১
প্রতিবেশীর অন্যান্য অধিকার ১৮১

নবম অধ্যায়
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ১৮৩
শ্রম নবীগণের সুন্নাত ১৮৩
শ্রমের পরিচয় ১৮৪
শ্রমের প্রকারভেদ ১৮৬
ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ১৮৬
শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ ১৮৮
ইসলামি শ্রমনীতির মূলনীতি ১৮৯
ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ১৮৯
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ১৯১
ক. পেশা নির্ধারণের অধিকার ১৯১
খ. যথাযথ পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার ১৯২
গ. শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যে অংশীদারিত্ব প্রাপ্তির অধিকার ১৯৩
ঘ. বাসস্থান পাওয়ার অধিকার ১৯৪

দশম অধ্যায়
ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, গোলাম-চাকর ও দাস-দাসীর অধিকার ১৯৭
ইয়াতীমের পরিচয় ১৯৭
ইয়াতীমের অধিকার ১৯৯
ক. ইয়াতীমদের সাথে সদাচরণ করা ১৯৯
খ. ইয়াতীমকে দয়া করে খাবার প্রদান করা ২০০

গ. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা ২০৩
ঘ. ইয়াতীমের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করা ২০৩
ঙ. ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদের লোভে বিয়ে না করা ২০৪
চ. ইয়াতীম শিশুর অবস্থানরত গৃহকে উত্তম বলে ঘোষণা ২০৫
মিসকীন ও নিঃস্ব ব্যক্তির অধিকার ২০৫
মিসকীনের পরিচয় ২০৫
সম্বলহীন পথিকের অধিকার ২০৯
দাস-দাসীর অধিকার ২১১
দাস-দাসীদের মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ ২১১
দাসমুক্তকরণে রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ ২১২
ইসলামে দাস-দাসী প্রথা সরাসরি নিষিদ্ধ না করার কারণ ২১৭

একাদশ অধ্যায়
ইসলামে নারীর অধিকার ২১৯
সাম্যের অধিকার ২১৯
শিক্ষার অধিকার ২২০
অর্থনৈতিক অধিকার ২২২
ভরণ-পোষণ প্রাপ্তি ২২৪
মাহরানা প্রাপ্তির অধিকার ২২৪
পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার ২২৭
রাজনৈতিক অধিকার ২২৮
ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার ২৩০
জিহাদে অংশগ্রহণের অধিকার ২৩১
বায়'আতের অধিকার ২৩২
নিরাপত্তা দানের অধিকার ২৩২
সামাজিক অধিকার ২৩৩
স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকার ২৩৩
বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার ২৩৪
ধর্মীয় অধিকার ২৩৬
দায়িত্ব পালন ও প্রতিদান ২৩৮
প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ২৩৯

দ্বাদশ অধ্যায়
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অধিকার ২৪১
প্রথম অনুচ্ছেদ: শিক্ষকের অধিকার ২৪১
শিক্ষার পরিচয় ২৪১
ইসলামি শিক্ষা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ২৪৫

শিক্ষকের পরিচয় ২৪৭
শিক্ষকের অধিকার ২৪৯
ক. শিক্ষকের গুণাবলি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ২৫০
খ. আদর্শ শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড ২৫১
গ. শিক্ষকগণ সম্মানের অধিকার ২৫২
ঘ. শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদার অধিকার ২৫৩
ঙ. শিক্ষকবৃন্দ মানুষ তৈরির কারিগর ২৫৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষার্থীর অধিকার ২৫৭
শিক্ষার্থীর অধিকার ২৫৭
শিক্ষার্থীর পরিচয় ২৫৭
ক. শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা ২৫৭
খ. শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন ২৫৮
গ. সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদান ২৫৮
ঘ. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও যথার্থতা ২৫৮
ঙ. সিলেবাস সম্পূর্ণ পাঠদান ২৫৯
চ. শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন ২৫৯
ছ. শিক্ষার্থীর প্রতি উদার হওয়া ও আদর্শিক পরামর্শ প্রদান করা ২৫৯
জ. শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ ও দ্রুত ফলাফল প্রদান করা ২৫৯
ঝ. শিক্ষকের মূল্যায়ন ২৬০
ঞ. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর ২৬০
ট. খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ২৬০
ঠ. সাময়িকী ও স্মরণিকা প্রকাশ ২৬০
ড. ইসলামি সঙ্গীত চর্চা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২৬১
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ২৬২
ইসলামের দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ২৬৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
অমুসিলমদের অধিকার ২৬৭
অমুসলিম কারা? ২৬৭
ইসলাম সকল আসমানী ধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করে ২৬৯
অমুসলিমদের বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণ নিষিদ্ধ ২৭০
নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার ও হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ২৭৩
অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কটুক্তি না করা ২৭৫
অমুসলিমদের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণে সদ্ভাব বজায় রাখা ২৭৫
নিরাপদ ও সুন্দর জীবন-যাপনের অধিকার ২৭৫
সুবিচার পাওয়ার অধিকার ২৭৭

অমুসলিমদের সাথে সহনশীলতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা ২৭৯
অমুসলিম ব্যক্তির সেবা পাওয়ার অধিকার ২৮২
ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা ২৮৩
সংখ্যালঘু বলে কোণঠাসা না করা ২৮৪

চতুর্দশ অধ্যায়
পশু-পাখি ও উদ্ভিদের অধিকার ২৮৭
পশু-পাখির পরিচয় ২৮৭
পশু-পাখির অধিকার ২৮৮
গৃহপালিত পশু-পাখি ও গবাদি পশুর অধিকার ২৮৮
পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের অধিকার ২৯০
উদ্ভিদজগৎ ও জড় পদার্থের অধিকার ২৯১

পঞ্চদশ অধ্যায়
ইসলাম ও মানবাধিকার ২৯৩
মানবাধিকারের পরিচয় ২৯৩
ইসলামে মানবাধিকার ১৯৬
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার ৩০০
ক. জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ৩০১
খ. স্বাধীনতার অধিকার ৩০৩
গ. মাল-সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার ৩০৫
ঘ. সমান বা সমঅধিকার ৩০৮
ঙ. সম্মান ও মর্যাদার অধিকার ৩০৯
চ. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ৩১১
ছ. শিক্ষার অধিকার ৩১৩
জ. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার ৩১৩
ঝ. জীবনের মৌলিক অধিকার ৩১৪

গ্রন্থপঞ্জি ৩১৫

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে **'পারস্পরিক অধিকার: ইসলামি নির্দেশনা'** শীর্ষক গ্রন্থটি সম্পন্ন করতে পারায় মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি। যিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি অধিকার বা হক আদায়কারী। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই মানুষকে বলা হয় 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের পারস্পরিক অধিকার বা হক ও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইসলামের আলোকে যে অধিকার বা হক না হলে মানুষের ব্যক্তিজীবন সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হতে পারে না, যার অনুপস্থিতিতে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তা সংরক্ষিত ও বাস্তবায়িত করা আবশ্যক। আর এসব হককে ইসলামের আলোকে হাক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَادْ) বলা হয়।

বিশ্বস্ততার সাথে 'হাক্কুল ইবাদ' আদায় করা ইসলামি সমাজ জীবনের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম আয়েশ করার অধিকার কোনো মুসলমানকে প্রদান করা হয়নি; বরং তার আনন্দ-বেদনা, সুখানুভূতি ও ধন-সম্পদে রয়েছে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শ্রমিক, ইয়াতীম, মিসকীন, গরিব-দুঃখী, নিঃস্ব মানুষের অধিকার বা হক।

মানুষের ওপর অধিকার ও অর্পিত কর্তব্য যেমন দ্বিবিধ, তা পালন না করা ও পালন করতে অস্বীকার করার দরুণ মানুষের গুনাহও দ্বিবিধ দুই পর্যায়ের। একটি গুনাহ্ আল্লাহর হক আদায় না করা, তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন না করার জন্য বান্দাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুনাহ্ 'হাক্কুল ইবাদ' তথা বান্দার হক আদায় না করা, তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য পালন না করা।

ইসলাম পারস্পরিক হক আদায় করার জন্য কঠিনভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। কোনো মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কট নিরসনে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন,

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

-'মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব সে তার ওপর কোনো প্রকার জুলুমও করতে পারে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ফেলতে পারে না। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে যেকোনো মুসলমানের দুঃখ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটিও গোপন করে রাখবেন।'[১]

সর্বাবস্থায় মুসলমান মুসলমানের সাহায্য লাভের অধিকারী। কেউ মাযলুম হলে তাকে জালিমের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কেউ জুলুম করলে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখতে হবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَصَرْتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ

-'তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো, চাই সে জালিম হোক কিংবা মাযলুম।' এক ব্যক্তি জানতে চাইল, 'হে আল্লাহর রসুল!

[১] সহিহ বুখারি, বাবু লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল-মুসলিমু ওয়ালা ইউসলিমুহু, হাদিস নং-২৪৪২; সহিহ মুসলিম, বাবু তাহ্রীমিয্-যুলমি, হাদিস নং-(২৫৮০) ৫৮; সুনানু আবী দাউদ, বাবুল মুওয়াখাত, হাদিস নং-৪৮৯৩।

মায্লুমকে তো সাহায্য করব, কিন্তু জালিমকে সাহায্য করব কীভাবে?' তিনি বলেন, 'তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।'[২]

মুসলানের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন হতে হবে, যেন প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য শক্তি ও সাহসের কারণ হয়। কোনো মুসলমান যেন জীবন চলার পথে নিজেকে এমন মনে না করে। প্রত্যেক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বেঁচে থাকে। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করীম (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

-'মুমিন মুমিনের জন্য অট্টালিকার মতো হয়ে থাকে, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। এ কথা বলে তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুলকে অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে মিলিয়ে ধরে দেখান।'[৩]

এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অধিকার বা হক রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ، يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ.

-'মু'মিনের ওপর মু'মিনের ছয়টি অধিকার বা হক রয়েছে। ক. পীড়িত হলে তাকে দেখতে যাওয়া, খ. মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় উপস্থিত হওয়া, গ. দা'ওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা, ঘ. সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেয়া, ঙ. হাঁচি দিলে তার জবাব দেয়া এবং চ. উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করা।'[৪]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি যে, এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের কিরূপ পারস্পরিক হক রয়েছে। কিভাবে তা পালন করতে হবে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে যে উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্য নিজের জন্য কামনা করি, তাই চাইতে হবে প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের জন্য। এটি এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের অধিকার বা হক। এ হক আদায় করা ছাড়া রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে আমরা মু'মিন বলে গণ্য হতে পারি না।

এ হাদিসগুলো অনুযায়ী যদি আমরা নিজেদের জীবন গড়ে তুলি তাহলে সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। থাকবে না কোনো মারামারি, হানাহানি, ফাসাদ, গণ্ডগোল ও অভাব-অভিযোগ। কারণ প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের হক পালনে সচেষ্ট হই তবেই আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

মানব জীবনের যাত্রা থেকেই পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পরিবার হচ্ছে একটি চিরন্তন ও শাশ্বত সংগঠন। মূলত পরিবারই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি ও সমাজ গঠনের মৌল অঙ্গ সংগঠন। এখান থেকেই মানব জাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপকাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে।

স্বামী, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এবং ভাই-বোন সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। এ পরিবার থেকে শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। পিতা-মাতা আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তানের জন্য এক বিশেষ নি'আমত। ইসলামে পিতা-

---

২ জামি'উত্ তিরমিযী, বাবু মাজা'আ ফিন্-নাহ্য়ি আন সাব্বির রিয়াহি, হাদিস নং-২২৫৫; সহিহ বুখারি, বাবু ইয়াস্ তুকরিহাতিল মার'আতু 'আলায্ যিনা ফালা হাদ্দা আলায়হা, হাদিস নং-৬৯৫২।

৩ সহিহ বুখারি, বাবু তাশবীকিল আসাবি'ঈ ফিল-মাসজিদি ওয়া গায়রিহি লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল-মুসলিমু ওয়ালা ইউসলিমুহু, হাদিস নং-৪৮১; বাবু নাস্রিল মায্লূমি, হাদিস নং-২৪৪৬; বাবু তা'আভুনিল মু'মিনীনা বা'যাহুম বা'যান, হাদিস নং-৬০২৬; সহিহ মুসলিম, বাবু তারাহুমিল মু'মিনীনা ওয়া তা'আতুফিহিম ওয়া তা'আযুদিহি, হাদিস নং-(২৫৫৮) ৬৫; জামি'উত্-তিরমিযী, বাবু মাজা'আ ফী শাফ্কাতিল মুসলিমি আলাল মুসলিমি, হাদিস নং-১৯২৮; সুনানুন্-নাসাঈ, বাবু উজরিল খাযিনি ইযা তাসাদ্দাকা বি ইযনি মাওলাহু, হাদিস নং-২৫৬০।

৪ জামি'উত্ তিরমিযী, বাবু মাজা'আ ফী তাশমীতিল আতিসি, হাদিস নং-২৭৩৭; সুনানুন্-নাসাঈ, বাবু আন্-নাহয়ী আন সাব্বিল আমওয়াতি, হাদিস নং-১৯৩৮।

মাতার হককে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের আনুগত্য ও সেবার মধ্যেই সন্তানের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি।

পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশে এ প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে অর্থাৎ পরিবার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে আজ তারা দিশেহারা। তাই বিশ্বের মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানবোচিত গুণরাজির অব্যাহত স্রোতধারার স্বার্থে পরিবারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ইসলামি পারিবারিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

ইসলামি পরিবার যৌথ ও একক উভয় প্রকার হতে পারে। যে পুরুষের পিতা-মাতা ও ছোট ভাই-বোন নেই, শুধু স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান আছে তার পরিবারই একক পরিবার, কিন্তু যার স্ত্রী এবং সন্তান ছাড়াও পিতা-মাতা ও ছোট ভাই-বোন আছে বা শরী'আতসম্মতভাবে নির্ভরশীল আরো আত্মীয়-স্বজন আছে তার পরিবার যৌথ পরিবার। একটি দেশ সমৃদ্ধশালী তখনই হবে যখন প্রতিটি সমাজ সমৃদ্ধ হবে। আর সমাজ সমৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে পরিবার সুসংহত ও সুগঠিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবার আদর্শরূপে গঠিত হলে দেশও সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের পরিবারকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার তাওফীক দান করুন।

মানুষ দুনিয়াতে জন্মলাভ করেছে পিতা-মাতার বরকতে। বেড়ে উঠেছে তাদের স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-যত্নের মাধ্যমে। প্রতিপালিত ও বড় হয়েছে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে। অপরদিকে মানুষের দুটি শ্রেণি নর-নারী; যারা জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে। সামাজিকভাবে জীবন-যাপনের জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন কর্মের। কারণ কর্ম না করলে সম্পদ অর্জন হয় না। আর সম্পদ না থাকলে সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করা কঠিন। তাই মানুষকে শ্রমের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাদের মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। পারিবারিকভাবে বঞ্চিত অর্থাৎ পিতার অনুপস্থিতি সন্তানরা ইয়াতীম অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। সমাজের বহুসংখ্যক মানুষ দরিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় জীবনাতিপাত করছে। আর এসকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে একজন নারী। যার বহুমাত্রিক অধিকার রয়েছে। এই অধিকার বা হকগুলো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। তাই অধিকার বা হক ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে সঠিক ও সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয়।

এসকল অধিকার বা হক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন সুরায় বহুসংখ্যক আয়াত নাজিল করেছেন। রাসূল (সা.) থেকে এ হকসমূহ পালন করার তাকীদ দিয়ে বহুসংখ্যক বাণী বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের বাস্তব জীবনে পালন করলে সকল প্রকার অভাব-অনটন ও অন্যায়-অবিচার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

বর্তমান আধুনিক ও ব্যস্ততার বিশ্বে প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। যার মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক হক আদায় না করা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া। মিডিয়া ও পত্রিকার পাতা খুললেই সার্বক্ষণিক এমন সকল খবর শুনতে ও দেখতে হচ্ছে, যা দেখলে ও শুনলে গা শিউরে উঠছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন ও হত্যা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী নির্যাতিত ও হত্যা, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান, সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা হত্যা। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী একে অপরের প্রতি জুলুম, অন্যায় ও নির্যাতন করছে। মালিক দ্বারা শ্রমিক বঞ্চিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব, পথিক ও চাকররা বিভিন্নভাবে অবহেলিত, নির্যাতন ও হত্যার স্বীকার হচ্ছে। আর নারী মাত্রই তো ভয়ঙ্কর বিষয়। সমাজে প্রতিনিয়ত এসব অসহায় ও অবলা নারীরা ইভটিজিং, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে নিপতিত হচ্ছে। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ পর্যন্ত তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। ইসলাম শুধু মুসলমানদের অধিকার আদায় করার নির্দেশ দেয়নি। অমুসলিমদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তাদের অধিকার কেমন করে আদায় করতে হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলাম শুধু এসব কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেনি। বরং এগুলোর জন্য শাস্তি প্রদান ও নিশ্চিত করেছে। তাই ইসলামের নির্দেশিত পন্থার আলোকে পারস্পরিক অধিকার বা হক ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলে আমাদের সমাজ থেকে এ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বিদূরিত হবে।

মানব জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে, সঠিক পথে পরিচালিত করে, ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে। ইসলামি শরী'আত শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

দিয়েছে। শিক্ষা বলতে যেকোনো উপায়ে জ্ঞান দান করাকে বোঝায়। এটি প্রথমত পরিবার থেকে শুরু হয় এবং প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। ইসলামে দীনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি রয়েছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা। শিক্ষার্থীরও দায়িত্ব হলো শিক্ষকের নিকট থেকে সুচারুরূপে সে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে আগামী দিনের জন্য তৈরি করা। যা দ্বারা সমাজ, দেশ, জাতি তার থেকে আলোর দিশা লাভ করতে পারবে।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতেই এ সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল। কারণ ইসলামই একমাত্র এর পরিপূর্ণ সমাধান দিয়েছে। আল-কুরআন ও আস্-সুন্নাহ্ থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আমাদের সামগ্রিক জীবনে এসকল দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.) পারস্পরিক অধিকার বা হক পালন করার জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ, ইসলামি), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে এ বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত। বি.এ পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাযিল পাস ও ফাযিল অনার্স কোর্সেও এ কোর্সটি পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থটি দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করছি।

গ্রন্থটি রচনায় আমি মূলত আল-কুরআন ও হাদিস থেকেই উৎসসমূহ গ্রহণ করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েছি। সাথে সাথে এ সম্পর্কিত আরবি, বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ থেকে উৎসসমূহ সংগ্রহ করে সমন্বয় করা হয়েছে, যা গ্রন্থের মানকে সমৃদ্ধশালী করেছে। আশা করি যে সকল তথ্যের সমন্বয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে তা সমাজের সকল শ্রেণির পাঠকের উপযোগী হবে। গ্রন্থটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে উক্ত বিষয়টির প্রথমে সে বিষয়টির শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্সের উত্তর প্রদানে উপকৃত হতে পারে।

আমি এমন এক সময়ে গ্রন্থটি রচনা করছি যে সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাই তাঁর যে সহযোগিতা ও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যেত তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন এ দু'আই করছি। শ্রদ্ধেয় মাতা সকিনা বেগম গ্রন্থটি রচনায় দু'আ ও সফলতা কামনা করেছেন। আমি এ গ্রন্থের মাধ্যমে তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন শব্দের পরিচয়গুলো লেখার ক্ষেত্রে আমার স্নেহের ছাত্র বজলুর রশীদ ও প্রুফ সংশোধনে মো: আশরাফুল ইসলাম যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে তা আমার মনের মুকুরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাথে সাথে আমার স্ত্রী, ভাই-বোন, শশুর-শাশুরী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপামর মুসলিম ভাইদের অধিকার বা হক যেন আদায় করতে পারি তার জন্য দু'আ প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পারস্পরিক অধিকার বা হক আদায় করার ও তাদের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ পরিচিতি

পারস্পরিক অধিকার: ইসলামি নির্দেশনা

এ গ্রন্থটি আল-কুরআন ও আল-হাদিসের আলোকে রচিত একটি তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ, যাতে ইসলামের আলোকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে অধিকারসমূহ পালন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে; যা প্রতিটি মানুষের মেনে চলা অবশ্যক। ফরয ইবাদতের পাশাপাশি এ বিষয়গুলো মেনে চললে আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দার জন্য জান্নাত লাভ সহজ করে দিবেন। বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্সসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষায় পারস্পরিক অধিকার বিষয়টি একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হয়। গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়ের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্সের উত্তর প্রদানে উপকৃত হতে পারবে। এছাড়া গ্রন্থটি আল-কুরআন, আল-হাদিস, তাফসীর ও অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের মূল আরবি ভাষ্যসহ রচিত হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না থাকে। গ্রন্থটি পাঠে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিধদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠকগণ পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনা লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

১৯৭৩ সালের ১ মার্চ, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত 'চতরা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ এবং মাতা হাজিয়াহ্ সকিনা বেগম। তিনি চট্টগ্রাম আলমশাহ্ পাড়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিল এবং ১৯৯০ সালে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ.অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ১৯৯৪ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ২০০১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম আলমশাহ্ পাড়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল ফিকহে ৪র্থ স্থান এবং ১৯৯৮ সালে সিরাজগঞ্জ হাজী আহমদ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল হাদীসে চতুর্দশ স্থান অধিকার করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৯৯৮ সালের ২৫ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০১১ সালের জানুয়ারিতে প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ: 'আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ: পরিচিতি ও পর্যালোচনা' (২০০২) আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, রাজশাহী। ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি (২০১২); 'আখলাক ও নৈতিকতা: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' (২০১৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ইসলামী ভাবধারা' (২০২১) বিআইআইটি পাবলিকেশন্স, ঢাকা। 'পারস্পরিক অধিকার: ইসলামী নির্দেশনা' (২০২২) এপিএল, ঢাকা। 'বঙ্গবন্ধুর রচনাবলিতে ধর্মীয় চিন্তাধারা' (২০২১), সিসটেক পাবলিকেশন্স, ঢাকা। এছাড়াও আরবি ভাষায় তার ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (২০০২)।

প্রবন্ধ লিখনে ড. মাহবুব অত্যন্ত পারদর্শী। ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রেফার্ড জার্নালে তার লিখিত ৮০টির ঊর্ধ্বে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাসিক, স্মরণিকা, স্মারক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড) তার প্রায় দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ISBN 978-984-35-2121-7

APL
Academia Publishing House Ltd.